করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১

(১)আমি পৌল, আল্লাহর ইচ্ছায় মসিহ ইসার একজন হাওয়ারি এবং আমাদের ভাই হযরত তিমথী র., আখায়া প্রদেশের সমস্ত মুমিন ও করিন্থের ইমানদারদলের কাছে লিখছি। (২)আমাদের প্রতিপালক এবং হযরত ইসা মসিহের আল্লাহর রহমত ও শান্তি তোমাদের ওপর বর্ষিত হোক।

(৩)আমাদের হযরত ইসা মসিহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা হোক; যিনি দয়াময় প্রতিপালক এবং সকল সান্ত্বনার আল্লাহ, (৪)তিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা দান করেন, যেন আমরা নিজেরা আল্লাহর কাছ থেকে যে সান্ত্বনা পাই, সেই সান্তনা দিয়ে যারা বিভিন্ন রকম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রয়েছে তাদেরকেও সান্ত্বনা দিতে পারি।

(৫)মসিহের দুঃখ-ভোগ যেমন আমাদের জন্য সীমাহীন, তেমনি মসিহের মাধ্যমে আমরা যে সান্ত্বনা পাই তাও সীমাহীন।

(৬)আমরা যদি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি, তবে তা তোমাদের সান্ত্বনা ও নাজাতেরই জন্য; আর যদি আমরা সান্ত্বনা পাই, তবে তা তোমাদের সান্ত্বনার জন্য; যা তোমরা ধৈর্যেও সাথে আমাদের মতো একই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে অনুভব করো, (৭)তোমাদের প্রতি আমাদের আশা অটল; কারণ আমরা জানি, তোমরা যেমন আমাদের দুঃখ-কষ্টের অংশীদার, তেমনি আমাদের সান্ত্বনারও অংশীদার।

(৮)ভাই ও বোনেরা, এশিয়ায় আমরা যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলাম, তা তোমাদের অজানা থাকুক, তা আমরা চাই না। সেখানে আমরা সম্পূর্ণরূপে দুমড়ে-মুচড়ে যাবার মতো এমন অসহ্য চাপের মধ্যে ছিলাম যে, আমরা আমাদের জীবনের আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম।

(৯)বস্তুত, আমাদের মনে হয়েছিলো যে, আমরা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হচ্ছি; আর তা হয়েছিল যেনো আমরা নিজেদের ওপর ভরসা না করে, বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করি, যিনি মৃতদের জীবিত করে তোলেন।

(১০)যিনি আমাদেরকে এমন ভয়াবহ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন তিনিই আমাদেরকে রক্ষা করবেন; আমরা তাঁর ওপর এই ভরসা রাখছি যে, আগামীতেও তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন, (১১)আমাদের জন্য মোনাজাত করে

তোমরাও আমাদেরকে সাহায্য করছো; ফলে অনেকের মোনাজাতের দ্বারা আমরা যে রহমত পেয়েছি, তার জন্য আমাদের পক্ষে অনেকেই শুকরিয়া জানাবে।

(১২)নিঃসন্দেহে, এটাই আমাদের গর্ব- আমাদের বিবেক এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমরা দুনিয়াতে সরলতা, আন্তরিকতা ও আল্লাহ-ভয়ের সাথে চলেছি, জাগতিক জ্ঞানে নয়, বরং আল্লাহর দয়া, সরলতা এবং সততাপূর্ণ আচরণ করেছি- তোমাদের সাথে আরো বেশী করেছি।

(১৩)আমরা তোমাদের কাছে এমন কিছুই লিখছি না যা তোমরা পড়তে ও বুঝতে পারবে না; এবং আশা করি এই চিঠির শেষ পর্যন্ত তোমরা তা বুঝবে। (১৪)যেমন তোমরা ইতিমধ্যেই আংশিক ভাবে আমাদের বুঝতে পারছো- যে হযরত ইসা আ. এর আগমনের দিনে আমরা হবো তোমাদের গর্ব এবং তোমরাও হবে আমাদের গর্ব।

(১৫)আর আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম বলেই প্রথমেই তোমাদের কাছে যেতে চেয়েছিলাম, যেনো তোমরা দ্বিগুণ রহমত লাভ করতে পারো; (১৬)আমি ঠিক করেছিলাম যে, মেসিডোনিয়া যাবার পথে আমি তোমাদের সাথে দেখা করবো এবং মেসিডোনিয়া থেকে ফিরার পথে আবার তোমাদের কাছে আসবো, আর তোমরা আমার ইহুদিয়াতে যাবার ব্যবস্থা করে দেবে।

(১৭)আমি যখন এটা করতে চেয়েছিলাম, তখন কি আমি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম? আমি কি সাধারণ মানুষের মতো পরিকল্পনা করি, যাতে একই সময়ে "হ্যাঁ, হ্যাঁ" এবং "না, না" বলতে প্রস্তুত থাকি? (১৮)আল্লাহ যেমন নিশ্চিতভাবে বিশ^স্ত তেমনি তোমাদের কাছে আমাদের কথা কখনোই "হ্যাঁ এবং না" একসাথে ছিলো না। (১৯)সেই একান্ত প্রিয় মনোনীতজন হযরত ইসা মসিহ, যাকে আমরা- হযরত সিলভানুস র. ও হযরত তিমথিয় র. এবং আমি তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, "হ্যাঁ এবং না" ছিলেন না; তাঁর মাঝে সব সময় "হ্যাঁ" ছিলো। (২০)কারণ তাঁর মধ্যে আল্লাহর প্রত্যেকটি ওয়াদাই "হ্যাঁ" হয়ে থাকে, এ কারণেই আমরা তাঁর মাধ্যমে "আমিন" বলে আল্ল¬াহর গৌরব প্রকাশ করি।

(২১)কিন্তু তিনিই আল্লাহ, যিনি আমাদেরকে তোমাদের সাথে মসিহে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন, (২২)তিনিই আমাদেও উপর তাঁর সিলমোহর দিয়েছেন এবং প্রাথমিক বায়না হিসেবে আমাদের হৃদয়ে তাঁর রুহুকে দিয়েছেন।

(২৩)কিন্তু আমি আমার প্রাণের সাক্ষী হিসেবে আল্লাহকে ডাকছি- তোমাদের রক্ষা করার জন্য আমি আবার করিন্থে আসিনি।

(২৪)তোমাদের ইমানের ব্যাপারে আমরা তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করি না, বরং তোমাদের আনন্দের জন্যই আমরা তোমাদের সহকর্মী; কারণ তোমারা ইমানের অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছো।